তারিখ 26 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

সংবাদ

কুবি ছাত্রলীগ নেতা খালিদ হত্যা

ঘাতকের পক্ষে আদালতে তদবিরের অভিযোগ রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে

প্রতিনিধি, কুমিল্লা

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র ও ছাত্রলীগ নেতা খালিদ সাইফুল্লাহ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ঘাতক বিপ্লবের পক্ষে অবস্থান নিয়ে আদালতে তদবিরের অভিযোগ উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে। এছাড়া হত্যাকাণ্ডের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম হলের প্রভোস্ট মেহেদী হাসানের ভূমিকাও অনেকটা প্রশ্নবিদ্ধ। মঙ্গলবার দুপুরে নগরীর দারোগাবাড়ী এলাকায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে কান্নায় ভেঙে পড়ে এসব অভিযোগ করেন নিহত খালিদ সাইফুল্লাহর মা ফাতেমা আক্তার। এ সময় তিনি ঘাতকদের বিচারের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন। শোকাবহ আগস্টের প্রথম প্রহরে গত ১ আগস্ট কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিতে গিয়ে সন্ত্রাসীদের গুলিতে খুন হন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ম ব্যাচের মেধাবী ছাত্র ও কবি নজরুল হল শাখা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ সাইফুল্লাহ। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তা সাদেকুর রহমান বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে সদর দক্ষিণ মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। ওই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় পুনরায় ৪ জনকে অভিযুক্ত করে গত ১৯ অক্টোবর কুমিল্লার আদালতে আরও

ঘাতকের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৭

ঘাতকের : পক্ষে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

একটি মামলা দায়ের করেন।

নিহত খালিদ সাইফুল্লাহ'র মা ফাতেমা আক্তার সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্য শোক প্রকাশ করতে গিয়ে কেন আমার ছেলেকে খুন হতে হলো। সে তো কারও কোন ক্ষতি করেনি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজা তার সহযোগী বিপ্লব, মাসুদ ও সোহেলকে নিয়ে খালিদকে মাথায় গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে। এটাই কি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ডিবি পুলিশের আন্তরিকতায় ঘাতক বিপ্লব গ্রেফতার হয়েছিল। সেই ঘাতক বিপ্লবকে মামলা থেকে বাঁচাতে এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মুজিবুর রহমান প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে গত ২০ অক্টোবর আদালতে হাজির হয়ে তার পক্ষে তদবির করেন। তিনি এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আছেন বলে আমাদের সন্দেহ রয়েছে। এছাড়া হত্যার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে এ নিয়ে নীরব ভূমিকা ছিল। যারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের বিচারের আওতায় এনে অবিলম্বে শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন নিহত খালিদ সাইফুল্লাহ'র বাবা মো. জয়নুল আবেদীন, নিহতের মামা আবদুল আওয়াল প্রমুখ।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মুজিবুর রহমান জানান, খালিদ সাইফুল্লাহ'র পরিবারের মতো আমিও এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ব্যথিত। কোন ঘাতকের পক্ষে অবস্থান নিয়ে আদালতে যাওয়ার বিষয়টি সঠিক নয়। এ মামলাটি এখনও চলমান। মামলার তদন্ত ও স্বাক্ষ্যপ্রমাণের স্বার্থে আদালত যদি কাউকে ডাকে তাহলেই আদালতে যাওয়ার বিষয়।